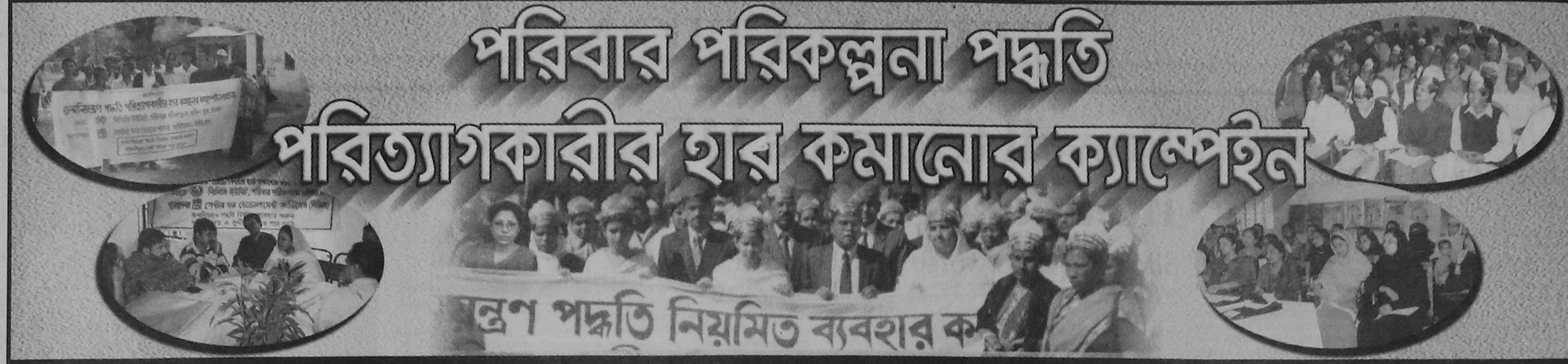

BCC Unit, Directorate of Family Planning, Ministry of Health & Family Welfare

বিশেষ ক্রোড়পত্র– ১৮ এপ্রিল-২০০২, ৫ বৈশাখ-১৪০৯

বি সি সি ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর উচ্চহার কমানোর জন্য ক্যাম্পেইন উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাপক জনসচেতনতার সাথে সাথে এ কর্মসূচীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরলস পরিশ্রম করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন ৫০টি উপজেলা চিহ্নিত করে এবং পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার বৃদ্ধি ও পদ্ধতি ব্যবহারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের জন্য গৃহীত উদ্যোগের আমি সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

বাংলাদেশের জনমিতিক তথ্য

- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১২৯২৪৭২৩৩
- সক্ষম দম্পতি ২৭৫০০০০০
- জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৪৮
- শিশু মৃত্যুর হার ৬৬ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে)
- প্রজনন হার ৩.৩ (মহিলা প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার)
- মাতৃ মৃত্যুর হার ৩.০ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার
  - ক. সমগ্র দেশ – শতকরা ৫৩.৮
  - খ. ঢাকা বিভাগ – শতকরা ৫৩.৯
  - গ. চট্টগ্রাম বিভাগ – শতকরা ৪৪.৯
  - ঘ. রাজশাহী বিভাগ – শতকরা ৫৪.৬
  - ঙ. খুলনা বিভাগ – শতকরা ৬৪.০
  - চ. সিলেট বিভাগ – শতকরা ৩৪.০
  - ছ. বরিশাল বিভাগ – শতকরা ৫৯.২
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার – শতকরা ৪৮.৬
- অপূর্ণ চাহিদা (Unmet need) ১৫.৩

সূত্র ঃ *বিবিএস ১৯৯৮, বিডিএইচএস ১৯৯৯-২০০০ ও আদমশুমারী ২০০১।*

বাংলাদেশে বর্তমানে ৬টি আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু রয়েছে। এর মধ্যে খাবার বড়ি ও কনডম স্বল্প মেয়াদী পদ্ধতি, ইনজেকশন, কপার-টি ও নরপ্ল্যান্ট দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি এবং বন্ধ্যাকরণ (ভ্যাসেকটমি ও টিউবেকটমি) স্থায়ী পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত। এর যে কোন একটি পদ্ধতি নিয়মিত ব্যবহার করলে নীচে উল্লেখিত সময়কালের জন্য অযাচিত গর্ভাবস্থা থেকে নিশ্চিত থাকা যায়। কখনই পদ্ধতি ছেড়ে দেয়া যাবে না, প্রয়োজনে পদ্ধতি পরিবর্তন করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	পদ্ধতির নাম	ব্যবহারের পরিমাণ	গর্ভহীন দম্পতি বছর (CYP)
১.	খাবার বড়ি	১৩ চক্র	১ বৎসর
২.	কনডম	১৫০ পিস	১ বৎসর
৩.	ইনজেকশন	৪ ডোজ	১ বৎসর
৪.	কপার-টি	১ টি	২.৫ বৎসর (কপার-টি ৪৩০ এর ক্ষেত্রে ৬ বৎসর)
৫.	নরপ্ল্যান্ট	১ সেট	২.৫ বৎসর

সব পদ্ধতি গ্রহণের আগে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মীর সাথে অথবা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে গিয়ে পরামর্শ করা বাঞ্ছনীয়।

পদ্ধতি ছেড়ে দিলে শুধু গর্ভের ঝুঁকিই বাড়ে না, সেই সাথে–

- অধিক সন্তানের জন্ম হয়।
- মা ও শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ে।
- পরিবারে অভাব ও অশান্তি দেখা দেয়।
- লেখাপড়ার খরচ বহন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।
- দুশ্চিন্তায় মা বাবার স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- বাড়ীঘর তৈরীর জায়গার অভাব হয়।
- পরিবারের সবার জন্য অন্ন বস্ত্রের বা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করা যায় না।
- সন্তানের কর্ম সংস্থানের অভাব হয় এবং সমাজে অপরাধ ও অশান্তি বাড়ে।

সুতরাং সন্তান সংখ্যা সীমিত রেখে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য ঃ

- নিকটস্থ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কিংবা পরিবার কল্যাণ কর্মীর সাথে পরামর্শ করে আপনার উপযোগী একটি পদ্ধতি নির্বাচন করুন এবং তা নিয়মিত ব্যবহার করুন।
- যে পদ্ধতি ব্যবহার করছেন তা হঠাৎ করে ছেড়ে দেবেন না, প্রয়োজনে পরিবার কল্যাণ কর্মীর সাথে পরামর্শ করে পদ্ধতি পরিবর্তন করুন।
- স্বল্প মেয়াদী পদ্ধতি যেমন খাওয়ার বড়ি, কনডম শেষ হবার আগেই ঘরে আনিয়ে রাখুন।
- স্বল্প মেয়াদী পদ্ধতি পছন্দ না হলে দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি যেমন– ইনজেকশন, কপার-টি কিংবা নরপ্ল্যান্ট গ্রহণ করুন।
- গর্ভধারণ স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে চাইলে বন্ধ্যাকরণ (লাইগেশন অথবা ভ্যাসেকটমি) করিয়ে নিন।

ঝুঁকিপূর্ণ জন্মদানের সংখ্যা কমে যাওয়ায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার মায়ের মৃত্যু এড়ানো সম্ভব হলেও বাংলাদেশে এখনও প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৩ জন মা মারা যায়। মূলতঃ সচেতনতার অভাবই এই অযাচিত মৃত্যুর কারণ।

বাংলাদেশের মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণগুলি হচ্ছে–

১. গর্ভধারণ জনিত ঃ
- গর্ভ খালাস পূর্ব রক্তপাত
- গর্ভপাত
- এক্লাম্পশিয়া
- রক্ত স্বল্পতা ও অপুষ্টি

২. প্রসব জনিত ঃ
- বাধাগ্রস্থ প্রসব
- দীর্ঘায়িত প্রসব
- প্রসবকালীন অতিরিক্ত রক্তস্রাব
- গর্ভফুলজনিত জটিলতা
- প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব ও সংক্রমণ

৩. অন্যান্য ঃ
- বিপদজনক ও সংক্রমিত গর্ভপাত
- গর্ভাবস্থায় সহিংসতা/আঘাত।

গর্ভাবস্থার শুরু থেকে নিকটস্থ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নিয়মিত পরীক্ষা করালেই এসব জটিলতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। আর নিয়মিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করলেই গর্ভরোধ করা সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মাতৃমৃত্যু হ্রাস করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। নিয়মিত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কে দম্পতিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার কমানোর উদ্দেশ্যে একটি ক্যাম্পেইনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সফলতা সারা বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে। এর মূলে রয়েছে সরকারের সুদূরপ্রসারী ও বাস্তবসম্মত কার্যক্রমে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে 'জাতীয় জনসংখ্যা নীতি' ঘোষণা করেন। এই নীতির অনুসরণে গৃহীত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এ সাফল্য এসেছে। এ সাফল্যকে সংহত করে ধাপে ধাপে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জনসংখ্যাকে একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থানে সীমিত রাখার লক্ষ্যে আগামী ২০০৫ সাল নাগাদ দেশে সার্বজনীন দু'সন্তানের পরিবার গঠনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার শতকরা ৭০ ভাগে উন্নীত করতে হবে এবং পরিত্যাগকারীর হার দ্রুত কমিয়ে আনতে হবে।

আমি আশা করি, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতাদের মধ্যে পদ্ধতি ব্যবহার অব্যাহত রাখতে এই ক্যাম্পেইন বিশেষ অবদান রাখবে।

আমি এই ক্যাম্পেইনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া

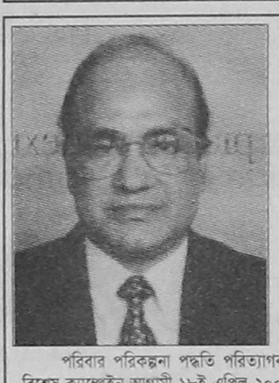

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার কমানোর লক্ষ্যে জাতীয় ও উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ ক্যাম্পেইন আগামী ১৮ই এপ্রিল ২০০২ হতে শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় সমস্যা। পরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে বর্তমান সরকার পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন ৫০টি উপজেলার জনগোষ্ঠীকে জন্ম শাসনে শিক্ষিত ও কর্মসূচিমুখী করে তোলার লক্ষ্যে বেশ কিছু বাস্তবসম্মত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হলে উক্ত উপজেলাগুলোতে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহিতার হার বৃদ্ধি পেয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জাতীয় সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা। জনসংখ্যাকে পরিমিত মাত্রায় নিয়ে আসতে পারলেই এ লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব। এ জন্য সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পদ্ধতি গ্রহণের হার বৃদ্ধির পাশাপাশি পদ্ধতি পরিত্যাগের হার হ্রাসে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা খুবই জরুরী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ ক্যাম্পেইন পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার হ্রাসে কার্যকর প্রভাব ফেলবে। এজন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সমাজের সচেতন নাগরিকদের একযোগে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আমি এ বিশেষ ক্যাম্পেইনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

(ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন)

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার কমানোর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সকল কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৮ এপ্রিল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় এবং স্থানীয় পর্যায়ে ৫০টি উপজেলায় র‍্যালী ও আলোচনা সভা ছাড়াও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এসব কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হল দম্পতিদের মধ্যে পদ্ধতি পরিত্যাগের প্রবণতা হ্রাস করা। জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর সহজলভ্যতা, সঠিক তথ্য প্রদান, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সঠিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পদক্ষেপ পদ্ধতি পরিত্যাগের হার কমাতে সাহায্য করবে বলে আমার ধারণা। দম্পতিদের মধ্যে পদ্ধতি পরিত্যাগের কারণগুলো চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলো সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে দম্পতিদের সঠিক কাউন্সেলিং প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবেন বলে আমার বিশ্বাস। তবে এজন্য প্রয়োজন সেবা গ্রহীতা এবং সেবা প্রদানকারী উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা। আমি আশা করি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার কমানোর লক্ষ্যে গৃহিত কর্মসূচির ফলে দম্পতিদের মধ্যে পদ্ধতি ব্যবহার অব্যাহত রাখার প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে।

আমি এ লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করি।

(আমানউল্লাহ আমান)

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

শুভেচ্ছা

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতাদের নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক ক্যাম্পেইন সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে জন প্রতিনিধি, সুশীল সমাজসহ সক্ষম দম্পতিদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করার জন্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন ৫০টি উপজেলায় গৃহীত ক্যাম্পেইন অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি সার্বিকভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সফলতা কামনা করি।

আ, ব, ম আহসান উল্লাহ

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার হ্রাস করা। এ লক্ষ্যে সক্ষম দম্পতিদেরকে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিশেষ ক্যাম্পেইন গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশে বর্তমানে শতকরা প্রায় ৫৪ ভাগ সক্ষম দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। আবার পদ্ধতি গ্রহীতাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের এক বছরের মধ্যে পদ্ধতি পরিত্যাগ করছেন। এমতাবস্থায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির নতুন গ্রহীতা তৈরী করা এবং নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচার ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করা খুবই জরুরী।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার কমানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত ক্যাম্পেইন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

আমি এ কর্মসূচীর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(মুহঃ ফজলুর রহমান)

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের একীভূত বিসিসি ইউনিটের লাইন ডাইরেক্টর এবং পরিচালক (আই ই এম)-এর বক্তব্য–

বাংলাদেশে ১৯৫৩ সালে বেসরকারী পর্যায়ে সীমিত আকারে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সূচনা হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে সরকারীভাবে অবকাঠামোসহ ক্লিনিক ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭৬ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জনসংখ্যা আশংকাজনক বৃদ্ধিকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে আরও গণমুখী করে এর সেবাসমূহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মহিলা মাঠকর্মী নিয়োগ ও সেবা প্রদান অবকাঠামো তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। মাঠ ভিত্তিক ও ব্যাপক কার্যক্রমের সাথে শক্তিশালী তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম কর্মসূচীর অগ্রগতিকে আরো বেগবান করে। ফলে–

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সত্তর দশকের শতকরা ৩ ভাগ থেকে বর্তমানে (১৯৯৯-২০০০) ১.৪৮ এ নেমে এসেছে।
- মোট প্রজনন হার অর্থাৎ মহিলা প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ১৯৭৫ সালে ৬.৩ থেকে (১৯৯৯-২০০০) ৩.৩-এ নেমে এসেছে।
- মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৭৫ সালের প্রতি হাজারে ৬.২ থেকে ৩-এ নেমে এসেছে।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫ সালের ৭.৭ ভাগ থেকে বর্তমানে প্রায় ৫৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে।
- শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে) ১৯৭৫-এর ১৫০ থেকে বর্তমানে (১৯৯৯-২০০০) ৬৬-এ নেমে এসেছে।
- গড় আয়ু বর্তমানে পুরুষদের ৬০.৭ এবং মহিলাদের ৬০.৫-এ উন্নীত হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও আমাদের সাফল্য আশানুরূপ হয়নি। কারণ ব্যবহারকারীর হার ৫৪ তে উন্নীত হলেও মোট প্রজনন হার ৩.৩ এ রয়ে গেছে। এর অন্যতম মূল কারণ ড্রপ আউট ও অনিয়মিত ব্যবহারকারী।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার বন্ধ না করে পদ্ধতি পরিবর্তনের উৎসাহ প্রদান, দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি করা, সনাতন আচরণের পরিবর্তন সাধন করা এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধিসহ সুশীল সমাজকে অধিক হারে সম্পৃক্ত করার জন্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন ৫০টি উপজেলায় ড্রপ আউট ও অনিয়মিত ব্যবহারকারীর হার কমিয়ে ব্যবহারকারী বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার কমানোর ক্যাম্পেইন নামে একটি কর্মসূচীর মাধ্যমে ড্রপ আউট ও অনিয়মিত ব্যবহারকারী কমিয়ে এনে নিয়মিত ব্যবহারকারী বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ধারিত ৫০টি উপজেলার কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, সেবা প্রদানকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষিকা, পরিবার পরিকল্পনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সীমিত সংখ্যক পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর জন্য উপজেলা পর্যায়ে এক দিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার কমে যাওয়ার কারণ নির্ণয় ও ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারণসহ সনাতন আচরণ পরিবর্তন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলোর সফল ব্যবহার নির্ধারণই এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিসিসি ইউনিটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (সিডিএস) উল্লেখিত কর্মশালা গুলো বাস্তবায়ন করেছে। এসব কর্মশালা ছাড়াও আজ ৫০টি উপজেলা ও ঢাকায় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের ফলে পদ্ধতি ব্যবহারকারীদের মধ্যে পদ্ধতি ব্যবহার অব্যাহত রাখার প্রবনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি।

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
জনসংখ্যা ভবন,
আজিমপুর, ঢাকা।

শুভেচ্ছা

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার কমানোর লক্ষ্যে দেশের ৫০টি উপজেলায় ও কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়িত কর্মসূচি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি এই কর্মসূচীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সাফল্যের গৌরব আমাদের সকলের। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে যারা নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দীর্ঘদিন কাজ করে আসছেন তাদের অবদান সবচেয়ে বেশী। এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার কমানোর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিডিএইচএস পরিচালিত (১৯৯৯-২০০০) এক জরিপে দেখা গেছে, বিভিন্ন কারণে দম্পতিদের প্রায় অর্ধেকেই অর্থাৎ ৪৮.৬ ভাগ পদ্ধতি গ্রহণের এক বছরের মধ্যে পদ্ধতি ব্যবহার ছেড়ে দেন। পদ্ধতি পরিত্যাগের এ প্রবণতা একেবারে বন্ধ করা সম্ভব না হলেও অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব।

প্রকৃত অর্থে নির্ভুল তথ্য সরবরাহ, যথাযথ পরামর্শ ও সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট সকলে আরও বেশী আন্তরিক হলে পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার ক্রমশঃ কমে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার কমানোর লক্ষ্যে গৃহীত প্রচারাভিযানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ ফজলুর রহমান)

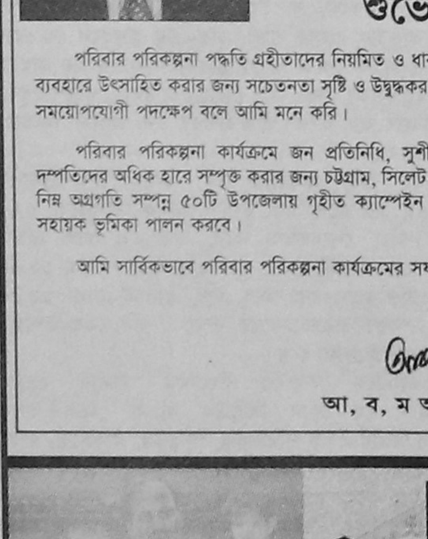

হঠাৎ করে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছেড়ে দেবেন না। পদ্ধতি ছেড়ে দিলে অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণের সমস্যায় পড়বেন।

অধিক গর্ভধারণ মা ও শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়মিত ব্যবহার করুন। পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তুলুন।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পছন্দ করার অধিকার আপনার। আপনার সুবিধা মতো একটি পদ্ধতি পছন্দ করে তা নিয়মিত ব্যবহার করুন।

সৌজন্যে ঃ cds সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (সিডিএস)

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনা ঃ নিশু এ্যাডভারটাইজিং